ভোরের কাগজ

5 JUN 2003

বাউবির সমাবর্তন প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে নিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত আচার্য। আগামী ৭ জুন বাউবির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠান সামনে রেখে আপনার কাছে কিছু নিবেদন রাখতে চাই। আপনার সরকারের আমলে ১৯৯২ সালে বাউবি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বাউবি এক নব যুগের সূচনা করে। যে অপরিসীম সম্ভাবনা নিয়ে বাউবি যাত্রা শুরু করেছিল, মাত্র এক দশক অতিক্রম করেই সে সম্ভাবনা ক্রমশ বিবর্ণ, মলিন হতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গতিতে জীবন মম স্থিতিতে ক্ষয়।' বাউবির শিক্ষা ব্যবস্থায় সে স্থবিরতাই নেমে এসেছে।

সুতরাং বলা যায়, বাউবির গতিহীন শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। কয়েকটি চিত্র তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে :

১. এসএসসি ও এইচএসসি দুই বছর মেয়াদি কোর্স তিন বছরেও শেষ হচ্ছে না।

২. বিএড: দেড় বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩ বছর অতিক্রম করার পরও ফলাফল প্রকাশিত হয় না।

৩. বিএ/বিএসএস : তিন বছরের কোর্স পাঁচ বছরেও শেষ হবে কিনা কেউ তা বলতে পারে না।

৪. বেন্ট : দুই বছরের কোর্স চার বছর লাগছে।

এছাড়া এমএড, এমবিএ, প্রি-এমবিএ এর মতো অনেক কোর্স আছে যেগুলোর শুরু আছে কিন্তু শেষ সুদূর পরাহত।

এতো গেলো সেশনজটের চিত্র। শিক্ষার্থীরা বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরো যেসব দুর্ভোগের শিকার হয় সেগুলো হচ্ছে—

১. ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যসামগ্রী না পাওয়া। দেখা যায়, পরীক্ষার মাত্র এক থেকে দেড় মাস আগে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছায়।

২. সময়মতো পরীক্ষা না হওয়া।

৩. পরীক্ষা দিলেও অসংখ্য পরীক্ষার্থীকে অনুপস্থিত দেখানো।

৪. চূড়ান্ত নম্বরপত্র ও সার্টিফিকেট না পাওয়া। বিশেষ করে এসএসসি ও এইচএসসির ক্ষেত্রে।

৫. সার্টিফিকেট নিতে গাজীপুর যাওয়ার বিড়ম্বনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনিই বলুন, একজন গরিব শিক্ষার্থীকে পঞ্চগড় বা কক্সবাজার থেকে বারবার গাজীপুর এসে সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়ি ফিরতে কতো খরচ লাগবে? যেখানে প্রতিটি জেলায় বাউবির নিজস্ব অফিস রয়েছে তারপরও শিক্ষার্থীদের এই হয়রানি কতোকাল চলবে?

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার ঘোষণা থেকে বাউবির এসএসসি ও এইচএসসির মেয়ে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত। এখানে ছেলেমেয়ে উভয়কেই প্রি-পেইড পদ্ধতিতে শিক্ষা নিতে হয়।

৭. দরিদ্র দেশ হিসেবে বাউবির শিক্ষা ব্যয় অত্যন্ত বেশি। যে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তারা প্রকৃত অর্থে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

৮. অনার্স পড়ার প্রতি দেশের মানুষের ব্যাপক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ১০ বছরে বাউবি অনার্স কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, যা সত্যিই বেদনার।

বাউবির এই দুরবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, তাদের উদাসীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, গাফিলতি, কাজ না করার মানসিকতা তথা চরম আলস্য। বাউবিতে কর্মরত সকলেই কাজের পরিবর্তে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাষ্ট্রীয় অর্থের যেমন অপচয় হয়, পাশাপাশি শিক্ষার্থীর জীবন থেকে হারিয়ে যায় মূল্যবান সময়। ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বাউবির বিভিন্ন প্রোগ্রামে ক্রমহ্রাসমান শিক্ষার্থী ভর্তি তারই বাস্তবতা প্রমাণ করে। বাউবির উপাচার্য মহোদয় যদি আন্তরিক হন, তাহলে ছয় মাসের মধ্যেই সেশনজট দূর করে শিক্ষায় গতি ফিরিয়ে আনতে পারেন। কথা হলো, তিনি আন্তরিক হবেন কিনা? পরম সম্মানীয় আচার্য হিসেবে আপনার কাছে শিক্ষার্থীদের দাবি :

১. ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে বই চাই।
২. নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা চাই।
৩. তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল চাই।
৪. সেশন চার্জ কমাতে হবে।
৫. অনার্স চালু করতে হবে।
৬. বাউবির জেলা অফিস থেকে মার্কসিট ও সার্টিফিকেট বিতরণ করতে হবে।

আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস, শিক্ষার্থীদের এই প্রাণের দাবির প্রতি আপনি সদয় দৃষ্টি দেবেন।

বাউবি শিক্ষার্থীদের পক্ষে
আবুল কালাম
গ্রাম : দুধসর, পো : ভাটই বাজার
থানা : শৈলকুপা, জেলা : ঝিনাইদহ।